রসূল-ই আক্‌রাম

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও যেকোন

নবীর মানহানির শাস্তি

মৃত্যুদণ্ড

সংকলক

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

প্রকাশনায়

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

৩২১, দিদার মার্কেট দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ৬৩৪২৪১, ৬২৪৩২২

website:anjumantrust.org.e-mail:anjumantrust@yahoo.com

রসূল-ই আক্‌রাম

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও যেকোন

নবীর মানহানির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

সংকলক

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান

প্রকাশকাল

১ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৪ হিজরী

৩০ ফাল্গুন, ১৪১৯ বাংলা

১৩ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

হাদিয়া

২০/- টাকা মাত্র

প্রকাশনায়

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ

৩২১, দিদার মার্কেট দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০। ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ৬৩৪২৪১, ৬২৪৩২২

website:anjumantrust.org.e-mail:anjumantrust@yahoo.com

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অকাট্য দলীল-প্রমাণ, বাস্তবতা এবং বিশ্বের সকল বিবেক ও সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন মনীষীর মন্তব্য ও স্বীকারুক্তি থেকে আজ একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সঠিক পথের দিশা দান ও সকল সৃষ্টির কল্যাণের জন্য তাঁর নিষ্পাপ ও নির্ভুল জ্ঞানসম্পন্ন নবী ও রসূলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আর এ নবী ও রসূলগণের সরদার ও তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলেন আমাদের আক্বা ও মাওলা সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রসূলকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

সুতরাং তাঁদের মহা মর্যাদার কথা স্বীকার করা, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং এ শেষ যামানায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার প্রতি সশ্রদ্ধ ঈমান আনা সবার উপর ফরয এবং তাঁকে মহান আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর অনুসরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে উভয় জাহানের কল্যাণ ও সাফল্য। সর্বোপরি, কিতাব (ক্বোরআন), সুন্নাহ্, ইজমা' ও ক্বিয়াস অনুসারে বিশ্বনবী ও সকল নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও ফরয। পক্ষান্তরে তাঁদের কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রদর্শন ও মানহানি করা কুফর ও এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু দু:খের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রতিটি যুগে আল্লাহর নবীর বিরোধিতা, অশালীনতা প্রদর্শন করার মতো ধৃষ্ঠতা দেখিয়ে আসছে এক শ্রেণীর হতভাগা। তারা সময়ের সাথে এর সর্বোচ্চ যথাযথ শাস্তি ভোগ করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্তও হয়েছে। একই পরম্পরায় আমাদের দেশেও ওইসব হতভাগার অনুসারীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারী এমনকি আলিমবেশী লোক, দল ও সংস্থা, কিছু নাস্তিক, ব্লগার ও মুরতাদ্দ এ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তারা তাঁদের বক্তব্য ও লেখনীতে হুযূর-ই আক্রামের শানে মিথ্যা অপবাদ রচনা, জঘন্য বিয়াদবী প্রদর্শন, ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কন ইত্যাদির মতো অমার্জনীয় অপরাধ করে যাচ্ছে। সুতরাং এ জঘন্য অপরাধের শরীয়তসম্মত শাস্তি যে মৃত্যুদণ্ড- তা অকাট্যভাবে প্রমাণ ও প্রচার করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই এ পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচারণার প্রয়াস। এ পুস্তিকায় বস্তুত: এ প্রসঙ্গে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী ও গায্যালী-ই যমান সাইয়্যেদ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী আলায়হিমার রাহমাহ্ অকাট্য দু'টি ফাত্ওয়ারই সংকলন। আল্লাহ্ কবুল করুন! আমী-ন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

।। এক ।।

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা আলায়হির রাহমার ফাত্ওয়া

'ফাতাওয়া-ই রেযভিয়া': ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ৩৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে- উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনামলে ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায়ও কতিপয় অপবিত্র মানসিকতার লোক বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বেয়াদবী করে বসতো। এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে তাদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতো। কেউ কেউ তাদের এ নাপাক মানসিকতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতো না, তবে কোন না কোন পন্থায় হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তায় কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা চালাতো। এমনকি একটা ঘটনা ১৩৩৫ হিজরী/১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জৈনপুরে ঘটেছিলো। স্কুলগুলোর ছাত্রদেরকে প্রশ্নপত্রে একটি ইবারতকে ইংরেজী থেকে আরবীতে ভাষান্তর করতে দেওয়া হলো। এ ইংরেজী ইবারতে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি চরম মানহানিকর বক্তব্য ছিলো। সুতরাং জৈনপুরের মুসলমানদের, পরীক্ষকদের এহেন জঘন্য অপকর্মের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাঁরা এ বিষয়টির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠলেন। সুতরাং সেখানকার জনৈক মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেব ৬ রমযান, ১৩৩৫ হিজরী আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট এ প্রসঙ্গে ফাত্ওয়া চেয়ে পত্র লিখলেন। মাওলানা আবদুল আউয়াল সাহেব লিখেছিলেন-

"এক মুসলিম নামধারী পরীক্ষকের তত্ত্বাবধানে দু'জন মুসলমান শিক্ষক ইংরেজী থেকে আরবীতে অনুবাদ করার জন্য একটি প্রশ্নপত্র বিন্যস্ত করলো, যাতে বড় প্রশ্নের অর্দ্ধেক নাম্বার রাখা হয়েছে। এ প্রশ্নপত্র হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তার প্রতি জঘন্য বেয়াদবী প্রদর্শন করা হয়েছে। ইবারতটি হচ্ছে - (কারো কুফরী কথাবার্তা হুবহু উদ্ধৃত করা কুফর নয়।)

''ইবনে আবদুল-াহ্ ওই গোত্রে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, যা আরবের মূল ভাষায় কথা বলার বিবেচনায় সর্বাধিক অভিজাত ছিলো। আর এ ভাষাশৈলী নিরবে উন্নতিই করছিলো। ভাষা-নৈপূণ্যের এমন উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মদ এক মূর্খ জঙ্গলী লোকই র'য়ে গিয়েছিলেন। শৈশবে তাকে লেখা-পড়া শিক্ষা দেওয়া হয়নি। সাধারণ মূর্খতা তাকে লজ্জা ও তিরস্কার-সমালোচনা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলো; কিন্তু তাঁর জীবন একটি অস্তিত্বের সংকোচিত গ ি তে সীমাবদ্ধ ছিলো। আর তিনি এ দর্পণ থেকে (যার মাধ্যমে আমাদের অন্তরগুলোর উপর বিবেকবানদের ও প্রসিদ্ধ বীর পুর ষদের চিন্তাধারার প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হচ্ছিলো) বঞ্চিত ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টির সামনে ওইসব পুস্তকের পাতাগুলো খোলা ছিলো, যাতে মহাশক্তি ও মানুষের দর্শন করতে করতে কিছু সভ্যতা, দর্শনশাস্ত্রের ধ্যান-ধারণা, যা তার জন্য আরবের মুসাফিরের ন্যায় মনে হতো, সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।" (না'ঊযুবিল-াহ্, সুম্মা না'ঊযুবিল-াহ্!)

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এ নাপাক ইবারত লিখার পর জৈনপুরের মুসলমানগণ ও মাওলানা আবদুল আউয়াল প্রশ্ন করলেন- ***প্রশ্নপত্রটি যারা রচনা করেছে তারা, সেটার নিরীক্ষণ কারীরা, জেনে শুনে এর অনুবাদকারীরা, অথবা সেটার কপিকারীরা এবং এ অশোভন ইবারতের শব্দগুলো বারংবার উচ্চারণকারীরা, যারা নামে মাত্র মুসলমান হলেও, ইসলামের দৃষ্টিতে কোন্ শাস্তির উপযোগী? মুসলিম সমাজে তাদের স্থান কোথায়? জৈনপুরের স্থানীয় ওলামা-ই কেরাম এ প্রসঙ্গে তাঁদের রায় বা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রসূলে পাকের শানে এ অশোভন উক্তিকারীর এহেন বেয়াদবীপূর্ণ অপকর্মের শাস্তি 'মৃত্যুদ ণ্ড' বলে ফাত্ওয়া দিয়েছেন। কিন্তু জৈনপুরের মুসলমানগণ এ ফাত্ওয়ার প্রতি এখনো পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারেন নি। এ কারণে এ 'ইস্তিফতা' (ফাত্ওয়া-প্রার্থনা) আ'লা হযরতের দরবারে পেশ করা হচ্ছে; যাতে তিনি রসূল-ই আকরামের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শনকারীদের শরীয়তসম্মত শাস্তি দলীল-প্রমাণাদির আলোকে সুস্পষ্ট করে দেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের শাস্তি কি?"*** এর জবাবে আ'লা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিম্নলিখিত 'জবাব' (ফাত্ওয়া') প্রদান করেছেন।

জবাব

رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیٰطَانِ وَاَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَحْضُرُوْنَ ۔ وَلِلَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا ۔ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰلِمِیْنَ

بسم الله الرحمن الرحیم

ওই নামেমাত্র মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওই অভিশপ্ত প্রশ্নপত্র রচনা করেছে সে কাফির-মুরতাদ্ । যেসব লোক নিরীক্ষণ করে সেটা ঠিক রেখেছে তারাও কাফির-মুরতাদ্ । যেসব লোকের তত্ত্বাবধানে সেটা তৈরী করা হয়েছে তারাও কাফির-মুরতাদ্ । ছাত্রদের মধ্যে যারা কলেমা পড়ুয়া ছিলো, আর যারা এ অভিশপ্ত ইবারতের অনুবাদ করেছে, নিজেদের নবীর মানহানিতে রাজি ছিলো কিংবা সেটাকে হাল্কা জ্ঞান করেছে, অথবা সেটা না লিখলে নিজের নম্বর কম পাবার কিংবা পরীক্ষায় পাশ না হওয়ার ভয়কে প্রাধান্য দিয়েছে তারাও কাফির-মুরতাদ্- তারা সাবালক লোক, কিংবা নাবালক ।

এ চারদলের লোকদের সাথে মুসলমানদের সালাম বিনিময় ও কথাবার্তা বলা হারাম, মেলামেশা করা হারাম, উঠা-বসা করা হারাম, রোগাক্রান্ত হলে তাদের খোঁজখবর নেওয়া হারাম, মারা গেলে তাদের জানাযায় অংশগ্রহণ করা হারাম, তাদেরকে গোসল দেওয়া হারাম, তাদের কফীন বহন করা হারাম, তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা হারাম, তাঁদেরকে সাওয়াব পৌঁছানো হারাম; বরং স্বয়ং কুফর ও ইসলামের যাবতীয় বন্ধন ছিন্নকারী । এমন লোকদের কেউ মারা গেলে, তার আপনজনেরা ও নিকটাত্মীয়রা, যদি মুসলমান হিসেবে শরীয়তের বিধানাবলী মান্য করে, তবে তার লাশকে অপসারণের নিমিত্তে মৃত কুকুরের ন্যায় ভাঙ্গী-চামারদের দ্বারা চালিত ঠেলাগাড়িতে তুলে দিয়ে কোন সংকীর্ণ গর্তে ফেলে দিয়ে উপর থেকে আগুন-পাথর, যা ইচ্ছা হয় নিক্ষেপ করে গর্তটি ভরাট করে দেবে, যাতে তার গলিত লাশ থেকে দুর্গন্ধ না ছড়ায় । এ বিধানগুলো তাদের সবার বেলায় প্রযোজ্য । তাছাড়া, তাদের মধ্যে যারা বিবাহিত, তাদের স্ত্রীরা তাদের বিবাহ্ বন্ধন থেকে বের হয়ে গেছে । এমতাবস্থায় তাদের সাথে সঙ্গম করলে তা হারাম, হারাম, হারাম এবং নিরেট যিনা হবে । আর এর ফলে যেই সন্তান হবে, সে হবে নিরেট জারজ । তাদের স্ত্রীদের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, তারা 'ইদ্দত' অতিবাহিত করে অন্য যার সাথে ইচ্ছা করবে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে ।

অবশ্য তাদের মধ্যে যারা হিদায়তপ্রাপ্ত হয় এবং তাওবা করে নেয় আর নিজের কুফরের কথা স্বীকার করে আবার মুসলমান হয়, তখন এ বিধানগুলো, যেগুলো তার মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, নি:শেষ হয়ে যাবে । আর ওই নিষেধাজ্ঞা, যা তার সাথে মেলামেশার বেলায় ছিলো, তখনো বলবৎ থাকবে- যে পর্যন্ত না তার অবস্থা থেকে সত্যিকার অর্থে লজ্জিত হওয়া, তাওবার নিষ্ঠা ও ইসলাম গ্রহণের বিশুদ্ধতা প্রকাশ ও সুস্পষ্ট হবে; কিন্তু তার স্ত্রীগণ এতদ্সত্ত্বেও তার বিবাহে ফিরে আসতে

পারে না। তাদের তখনও ইখতিয়ার থাকবে- চাইলে অন্য কারো সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হবে কিংবা কারো সাথে বিবাহ্ করবে না। তাদেরকে কেউ বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য তারা ইচ্ছা করলে, ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

দলীলাদি

শেফা শরীফ: ৩২১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

اَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ اَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمُنَقِّصُ لَهٗ كَافِرٌ وَالْوَعِيْدُ جَارٍ عَلَيْهِ بِعَذَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَمَنْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهٖ وَعَذَابِهٖ فَقَدْ كَفَرَ

অর্থাৎ 'আলিমদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ মর্মে যে, হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে গোস্তাখীকারী কাফির এবং তার উপর আল্লাহর শাস্তির হুমকি কার্যকর। তাছাড়া, যে ব্যক্তি এমন লোকের কুফর ও শাস্তিযোগ্য হবার ক্ষেত্রে সন্দেহ করেছে সেও কাফির হয়ে গেছে।''

নসীমুর রিয়াদ: ৪র্থ খণ্ড: ৩৮১ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে হাজর মক্কী থেকে বর্ণিত-

مَا صُرِّحَ بِهٖ مِنْ كُفْرِ السَّابِّ وَالشَّاكِّ فِيْ كُفْرِهٖ هُوَ مَا عَلَيْهِ اَئِمَّتُنَا وَغَيْرُهُمْ

অর্থাৎ ''যা এরশাদ করা হয়েছে- নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে আক্বদাসে গোস্তাখী পদর্শনকারী কাফির, আর যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়ায় সন্দেহ পোষণ করে সেও কাফির। এ মাযহাব আমাদের ইমামগণ প্রমুখেরই।

ওয়াজীয-ই ইমাম কির্দারী: ৩য় খণ্ড: পৃ. ৩২১ এ উল্লেখ করা হয়েছে-

لَوْ اِرْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى تَحْرُمُ اِمْرَاَتُهٗ وَيُجَدَّدُ النِّكَاحُ بَعْدَ اِسْلَامِهٖ وَالْمَوْلُوْدُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ تَجْدِيْدِ النِّكَاحِ بِالْوَطِيِّ بَعْدَ التَّكَلُّمِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ وَلَدُزِنَا ثُمَّ اَتٰى بِكَلِمَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْعَادَةِ لَا يُجْدِيْهِ مَالَمْ يَرْجِعْ عَمَّا قَالَهٗ لِاَنَّ بِاِتْيَانِهِمَا عَلَى الْعَادَةِ لَا يَرْتَفِعُ الْكُفْرُ اِذَا سَبَّ الرَّسُوْلَ ﷺ اَوْ وَاحِدًا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ فَلَا تَوْبَةَ لَهٗ وَاِذَا شَتَمَهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ سَكْرَانُ لَا يُعْفٰى وَاَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ اَنَّ شَاتِمَهٗ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِيْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ كَفَرَ مُلْتَقِطًا كَاكْثِرِ الْاَوَانِيْ لِلْاِخْتِصَارِ-

অর্থাৎ যে ব্যক্তি, আল্লাহ্রই পানাহ্, মুরতাদ্ হয়ে যায় তার স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। তারপর ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পুনরায় নতুনভাবে বিবাহ্ করা যাবে। ইতোপূর্বে কুফরী কলেমা বলার পর কৃত সঙ্গমের ফলে যে সন্তান হবে সে হারামী (জারজ) হবে। আর এ ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে কলেমা-ই শাহাদত পড়তে থাকলেও কোন লাভ হবে না; যতক্ষণ না নিজের কুফর থেকে তাওবা করবে। কারণ, মুরতাদ্ অভ্যাসগতভাবে কলেমা পড়তে থাকলে তার কুফর দূরীভূত হয় না। আর যে লোকটি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অথবা কোন নবীর শানে বেয়াদবী করে, দুনিয়ায় তাওবার পরও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি যদি নেশার কারণে বেঁহুশ অবস্থায় বেয়াদবীপূর্ণ কথাবার্তা বলে থাকে, তবুও ক্ষমা করা হবে না।

আর উম্মতের সমস্ত আলিমের 'ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে আক্বদাসে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী কাফির। আর এমন কাফির যে, যে ব্যক্তি তার কুফরে সন্দেহ করবে সেও কাফির।

ফাত্হুল ক্বাদীর: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৪০৭-এ আছে-

كُلُّ مَنْ اَبْغَضَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِقَلْبِهٖ كَانَ مُرْتَدًّا فَالسَّابُّ بِطَرِيْقٍ اَوْلٰى وَاِنْ سَبَّ سَكْرَانٌ لَا يُعْفٰى عَنْهُ-

অর্থাৎ যার অন্তরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ থাকে সে মুরতাদ্। সুতরাং বেয়াদবী প্রদর্শনকারী তো অধিকতর উত্তম পন্থায় কাফির। আর যদি নেশাবস্থায় বেয়াদবীপূর্ণ শব্দাবলী বকে থাকে তবে তাকেও ক্ষমা করা যাবে না।

বাহরুর রা-ইক্ব: ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫-এ হুবহু ওই শব্দগুলো উল্লেখ করে পৃ. ১৩৫-এ বলেছেন-

سَبَّ وَاحِدًا مِنَ الْاَنْبِيَآءِ كَذٰلِكَ فَلَا يُفِيْدُ الْاِنْكَارَ مَعَ الْبَيِّنَةِ لِاَنَّا نَجْعَلُ اِنْكَارَ الرِّدَّةِ تَوْبَةً اِنْ كَانَتْ مَقْبُوْلَةً

অর্থাৎ কোন নবীর শানে বেয়াদবী করলে এ-ই বিধান যে, তাকে ক্ষমা করা হবে না। আর প্রমাণিত হবার পর অস্বীকার করলে তা উপকারী হবে না। কারণ, মুরতাদ্দ তার মুরতাদ্দ হবার কথা অস্বীকার করে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্যই। তাওবা ওখানেই সাব্যস্ত হয় (স্থিরতা লাভ করে), যেখানে তাওবা গ্রহণ করা হয়। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এমনকি যে কোন নবীর শানে বেয়াদবী অন্য কুফরের মতো নয়। তাকে এখানে মোটেই ক্ষমা করা হবে না।

আল্লামা মাওলানা খুসরু কৃত দুর্‌রুল হুক্কাম: ১ম খণ্ড: পৃ. ২৯৯-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

اِذَا سَبَّهُ ﷺ اَوْ وَاحِدًا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ مُسْلِمٌ فَلَا تَوْبَةَ لَهٗ اَصْلاً ـ وَاَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ اَنَّ شَاتِمَهٗ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ كَفَرَ

অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান দাবী করে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কোন নবীর শানে গোস্তাখী (বেয়াদবী) করে, তাকে ক্ষমা করা হবে না। আর এ দয়াপ্রাপ্ত উম্মতের সমস্ত আলিমের উপর ইজমা' হয়েছে যে, সে কাফির। যে ব্যক্তি তার কুফরে সন্দেহ করবে সেও কাফির।

গুনিয়াহ্ যুল আহকাম: পৃ. ৩০১-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

مَحَلُّ قَبُوْلِ تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ مَالَمْ يَكُنْ رُدَّتْ بِسَبِّ النَّبِىِّ اَوْ بُغْضِهٖ ﷺ فَاِنْ كَانَ بِهٖ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهٗ سَوَآءٌ جَآءَ تَائِبًا مِنْ نَفْسِهٖ اَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهٖ مِنَ الْمُكَفِّرَاتِ

অর্থাৎ নবী করীম -এর শানে আক্বদাসে বেয়াদবী অন্যান্য কুফরের মতো নয়। প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদ্দকে তাওবার পর ক্ষমা করার বিধান রয়েছে; কিন্তু এ মুরতাদ্দের জন্য এর অনুমতি নেই।

'আল-আশবাহ্ ওয়ান্নাযা-ইর': 'আর্‌রিদ্দাহ্' শীর্ষক অধ্যায়ে রয়েছে-

لَا تَصِحُّ رِدَّةُ السَّكْرَانِ اِلَّا الرِّدَّةَ بِسَبِّ النَّبِىِّ ﷺ فَاِنَّهٗ لَا يُعْفٰى عَنْهُ وَكَذَا فِى الْبَزَّازِيَةِ ـ وَحُكْمُ الرِّدَّةِ بَيْنُوْنَةُ اِمْرَأَتِهٖ مُطْلَقًا (اَىْ سَوَاءٌ رَجَعَ اَوْلَمْ يَرْجِعْ ـ اه غَمَزُ الْعُيُوْنِ) وَاِذَا مَاتَ عَلٰى رِدَّتِهٖ لَمْ يُدْفَنْ فِىْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا اَهْلِ مِلَّةٍ وَاِنَّمَا يُلْقٰى فِىْ حُفْرَةٍ كَالْكَلْبِ وَالْمُرْتَدُّ اَقْبَحُ كُفْرًا مِنَ الْكَافِرِ الْاَصْلِىِّ وَاِذَا شَهِدُوْا عَلٰى مُسْلِمٍ بِالرِّدَّةِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَا يَتَعَرَّضُ لَا لِتَكْذِيْبِ الشُّهُوْدِ الْعُدُوْلِ بَلْ لِاَنَّ اِنْكَارَهٗ تَوْبَةٌ وَرُجُوْعٌ فَتَثْبُتُ الْاَحْكَامُ الَّتِىْ لِلْمُرْتَدِّ مَا تَابَ مِنْ حَبْطِ الْاَعْمَالِ وَبَيْنُوْنَةِ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهٗ لَا يُتَعَرَّضُ لَهٗ اِنَّمَا هُوَ فِىْ مُرْتَدٍّ تُقْبَلُ تَوْبَتُهٗ فِى الدُّنْيَا لَا الرِّدَّةُ بِسَبِّ النَّبِىِّ ﷺ اه اَلْاُوْلٰى تَنْكِيْرُ النَّبِىِّ كَمَا عُبِّرَ بِهٖ فِيْمَا سَبَقَ اه ـ غَمَزُ الْعُيُوْنِ ـ

অর্থাৎ নেশার কারণে বেহুঁশ অবস্থায় যদি কারো মুখ থেকে কুফরের কোন কথা বের হয়ে যায়, তাকে, বেহুঁশ হবার কারণে, কাফির বলবে না, কুফরের শাস্তি দেবে না; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে আক্বদাসে বেয়াদবী করা এমন জঘন্য কুফর যে, নেশার কারণে বেহুঁশ হওয়ার অবস্থায়ও যদি তা সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে তাকে ক্ষমা করা যাবে না। আর, আল্লাহরই পানাহ্, মুরতাদ্দ্ হওয়ার বিধান হচ্ছে- তার স্ত্রী তাৎক্ষণিকভাবে তার বিবাহ্ বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে। (সে পরে ইসলাম গ্রহণ করলেও স্ত্রী তার বিবাহে ফিরে আসবে না। (সূত্র: গামাযুল 'উয়ূন)। আর যদি সে ওই মুরতাদ্দ অবস্থায় মরে যায়, তবে আল্লাহরই পানাহ্, তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করার অনুমতি নেই, না কোন মিল্লাতধারী, যেমন- ইহুদী কিংবা খ্রিস্টানের কবরস্থানেও। তাকে তো কুকুরের মতো কোন গর্তে নিক্ষেপ করা হবে। মুরতাদ্দের কুফর আসল কাফিরের কুফর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আর যদি কোন মুসলমানের বিপক্ষে 'আদিল' (মুত্তাকী ও মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন) লোকেরা সাক্ষ্য দেয় যে, সে কথা কিংবা কর্মের কারণে মুরতাদ্দ হয়ে গেছে, আর সে তা অস্বীকার করে, তবে তার প্রতি উদ্যত হবে না। তা এজন্য নয় যে, আদিল সাক্ষীদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছে; বরং এজন্য যে, তার অস্বীকার করা ওই কুফর থেকে তাওবা করা ও তা থেকে ফিরে আসা বলে ধরে নেওয়া হবে। অর্থাৎ ('আদিল সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও তার অস্বীকার থেকে এ ফলশ্রুতি সৃষ্টি হবে যে, ওই ব্যক্তি মুরতাদ্দ্ হয়ে গিয়েছিলো, এখন তাওবা করে নিয়েছে।) তখন তাওবাকারী-মুরতাদ্দের বিধানাবলী তার উপর জারী করা হবে। অর্থাৎ তার সমস্ত আমল নিস্ফল হয়ে গেছে এবং স্ত্রী তার বিবাহ্ বন্ধন থেকে বেরিয়ে গেছে; অবশিষ্ট শাস্তি দেওয়া হবে না। বাকী রইলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে গোস্তাখী! এটা এমন জঘন্য কুফর, যার শাস্তি থেকে দুনিয়ায় তাওবার পরও ক্ষমা হয়না। অন্য কোন নবীর শানে বেয়াদবীরও একই বিধান। (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম।)

ফাতাওয়া-ই খায়রিয়াহ্: কৃত. আল্লামা খায়রুদ্দীন রামালী, দুর্‌রুল মুখতার প্রণেতার ওস্তাদ, ১ম খণ্ড: পৃ. ৯৫-এ লিখেছেন-

مَنْ سَبَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّهٗ مُرْتَدٌّ وَحُكْمُهٗ حُكْمُ الْمُرْتَدِّيْنَ وَيُفْعَلُ بِهٖ مَا يُفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّيْنَ وَلَا تَوْبَةَ لَهٗ اَصْلاً وَاَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ اَنَّهٗ كَافِرٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهٖ كَفَرَ ـ اه مُلْتَقَطًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান শানে বেয়াদবী করে, সে মুরতাদ্দ্। তার বিধান হচ্ছে সেটাই, যা অন্যান্য মুরতাদ্দের বেলায় প্রযোজ্য। তার সাথেও ওই আচরণ করা হবে, যা মুরতাদ্দদের

সাথে করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাকে দুনিয়ায় ক্ষমা করা হবে না এবং উম্মতের সমস্ত আলিমের ইজমা' অনুসারে, সে কাফির। আর যে ব্যক্তি তার কুফরে সন্দেহ পোষণ করবে সেও কাফির।

'মাজমা'উল আন্হুর' শরহে 'মূলতাক্বাল আবহুর': ১ম খণ্ড: পৃ. ৬১৮ তে আছে-

اِذَا سَبَّهُ ﷺ اَوْ وَاحِدًا مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ مُسْلِمٌ وَلَوْ سَكْرَانٌ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ تُنْجِيْهِ

كَالزِّنْدِيْقِ ـ وَمَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ

অর্থাৎ যখন কেউ মুসলমান বলে দাবী করে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কিংবা অন্য কোন নবীর শানে বেয়াদবী করে, যদিও নেশাবস্থায় হয়, তাহলে তার তাওবার উপরও দুনিয়ায় তাকে ক্ষমা করা হবে না। যেমন, নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী (বে-দ্বীন)-এর তাওবা গ্রহণ করা যাবে না; আর যে ব্যক্তি এ বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর কুফরে সন্দেহ করবে সেও কাফির হয়ে যাবে।

'যখীরাতুল ওক্বা': আল্লামা আখী ইয়ূসুফ: ২৪০ পৃষ্ঠায় আছে-

قَدِ اجْتَمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى اَنَّ اِسْتِخْفَافَ نَبِيِّنَا ﷺ وَبِاَىِّ نَبِيٍّ

كَانَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُفْرٌ سَوَاءٌ فِعْلُهٗ عَلٰى ذٰلِكَ (الى اخره)

অর্থাৎ এ মর্মে উম্মতের ইজমা' হয়েছে যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও অন্য কোন নবী (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম)-এর মানহানি কুফর- কাজে হোক কিংবা কথায়।

'দুর্‌রে মুখতার'-এ আছে-

اَلْكَافِرُ بِسَبِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْاَنْبِيَآءِ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهٗ مُطْلَقًا

وَمَنْ شَكَّ فِىْ عَذَابِهٖ وَكُفْرِهٖ كَفَرَ ـ

অর্থাৎ কোন নবীর মানহানি করা এমন (জঘন্য) কুফর যে, তা কোন মতেই ক্ষমাযোগ্য নয়; আর যে ব্যক্তি তার কাফির হওয়া ও শাস্তিযোগ্য হওয়ার মধ্যে সন্দেহ করে সে নিজেও কাফির।

কিতাবুল খারাজ: কৃত, সৈয়্যদুনা আবূ ইয়ূসুফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, পৃ. ১১২ এ আছে-

قَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَاَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ سَبَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

اَوْ كَذَّبَهٗ اَوْ عَابَهٗ اَوْ تَنَقَّصَهٗ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَبَانَتْ زَوْجَتُهٗ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কলেমা পড়ুয়া হয়ে হুযূর-ই আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলে অথবা মিথ্যারোপ করে, অথবা কোন দোষ-ত্রুটি আরোপ করে অথবা মানহানি করে সে নি:সন্দেহে কাফির এবং তার স্ত্রী তার বিবাহ্ বন্ধন থেকে বের হয়ে গেছে।

উপরোক্ত লোকগুলোর কুফর ও মুরতাদ্দ হওয়ায় মোটেই সন্দেহ নেই। পুনর্বার ইসলাম গ্রহণ ও অন্য বিধানাবলী অপসারিত হওয়া, তাদের তাওবা যদি সাচ্চা অন্তরে হয়ে থাকে, তবেই কবুল হবে। অবশ্য এতে মতবিরোধ আছে যে, 'ইসলামের সুলতান (ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান) তাদেরকে তাওবার পর এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর তাকে শুধু শাস্তি দেবেন, না তখনো মৃত্যুদণ্ড দেবেন।'

আর যা 'বায্যাযিয়া'হ্ এবং এর পরবর্তী বহু নির্ভরযোগ্য কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়, এর অর্থও এটাই। সুতরাং এটা পুনরায় আলোচনা করার দরকার নেই। অনেক মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, যেগুলোতে রাষ্ট্র কিংবা সরকার প্রধানগণ কোথায়? আর এমন জঘন্য অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের বিধানাবলী কোথায়? দেশে শত শত নাপাক (খবীস), জঘন্যতর নাপাক, অভিশপ্ত ও অপবিত্র রয়েছে, যারা কলেমা পড়ুয়া বরং উঁচু পর্যায়ের মুসলমান, মুফতী, ওয়া'ইয, শিক্ষক ও শায়খ (অধ্যক্ষ) হয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের শানে গালভরা অভিশপ্ত কথামালা বকে যাচ্ছে, লিখছে এবং সেগুলো ছাপিয়ে বিলিও করছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই। যদি কেউ বলেও থাকে, তবে শুধু তাদের মতে নয়; বরং বড় বড় সভ্য সেজে থাকা মুসলমানদের মতেও সেটা নাকি অসভ্যতা ও কঠোরতা অবলম্বন হয়ে যায়! অথচ

فِعْلَهٗ مُعْتَقِدًا لِحُرْمَتِهٖ وَلَيْسَ بَيْنَ الْعُلَمَآءِ خِلَافٌ فِىْ

ذٰلِكَ وَمَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهٖ وَعَذَابِهٖ كُفْرٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় এ মর্মে উম্মতের সমস্ত আলিমের ঐকমত্য (ইজমা') হয়েছে যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, এমনকি অন্য কোন নবীর মানহানিকারী কাফির- চাই সে তা হালাল জেনে করুক, কিংবা হারাম জেনে করুক। যে কোন অবস্থাতেই সে আলিমদের মতে কাফির। আর যে ব্যক্তি তার কুফরে সন্দেহ করবে সেও কাফির।

উক্ত কিতাবের ২৪২ পৃষ্ঠায়ও রয়েছে-

لَا يُغْسَلُ وَلَا يُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَا يُكْفَنُ ـ اَمَّا اِذَا تَابَ وَتَبَرَّاَ عَنِ الْاِرْتِدَادِ وَدَخَلَ فِىْ

دِيْنِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ مَاتَ فَغُسِلَ وَكُفِنَ وَصُلِّىَ فِيْهِ وَدُفِنَ فِىْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ ওই বেয়াদবী প্রদর্শনকারী যখন মরে যাবে, তবে তাকে না গোসল দেবে, না

কাফন পরাবে, না তার জন্য জানাযার নামায পড়াবে। অবশ্য সে যদি তাওবা করে এবং তার কুফর থেকে নিজেকে পবিত্র করে নেয় এবং দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করে, তারপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাহলে তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে, জানাযার নামায পড়া হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফনও করা যাবে।

'তান্‌ভীরুল আবসার': কৃত. শায়খুল ইসলাম আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে আবূ আবদুল্লাহ্ গায্‌যী -এ উল্লেখ করা হয়েছে-

كُلُّ مُسْلِمٍ اِرْتَدَّ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُوْلَةٌ اِلَّا الْكَافِرُ بِسَبِّ النَّبِيِّ الخ

অর্থাৎ প্রত্যেক মুরতাদ্দের তাওবা কবূল হয়, কিন্তু কোন নবীর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী এমন (জঘন্য) কাফির যে, দুনিয়ায় শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

فَانْظُرْ اِلٰى آثَارِ مَقْتِ اللّٰهِ الْغُيُوْرُ ـ كَيْفَ اِنْقَلَبَتِ الْقُلُوْبُ وَانْعَكَسَتِ الْاُمُوْرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ـ وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

।। দুই ।।

গাযালী-ই যামান আল্লামা সাইয়্যেদ আহমদ সা'ঈদ কাযেমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি লিখেছেন-

কিতাব, সুন্নাহ্, ইজমা'-ই উম্মাহ্ ও দ্বীনের ইমামগণের স্পষ্ট বর্ণনাদি অনুসারে পরম সম্মানিত নবী ও রসূলের মানহানির শাস্তি একমাত্র মৃত্যুদণ্ড। রসূল-ই পাকের স্পষ্ট বিরোধিতা রসূল-ই পাকের মানহানির শামিল। ক্বোরআন-ই করীম এ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলেছে। এতদ্‌ভিত্তিতেই কাফিরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে-

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

তরজমা: (কাফিরদেরকে মৃত্যুদ) এজন্য দেয়া হবে যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের স্পষ্ট বিরোধিতা করে, আল্লাহ্ ও রসূলের মানহানি করেছিলো; এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে, তবে আল্লাহর শাস্তি কঠিন।[১]

রসূল-ই করীমের মানহানি করা যে কুফর, তা ক্বোরআন-ই করীমের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতে এরশাদ হয়েছে-

٦٥ ـ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ط قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ○ ٦٦ ـ لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ط اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○

তরজমা: ৬৫. এবং হে মাহবূব! যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলবে, 'আমরা তো এমনি হাসি-খেলার মধ্যে ছিলাম। আপনি বলুন, 'তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর তাঁর রসূলকে বিদ্রুপ করছিলে?'

৬৬. মিথ্যা অজুহাত রচনা করো না! তোমার কাফির হয়ে গেছো, মুসলমান হওয়ার পর। যদি আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে ক্ষমা করে দিই, তবে অন্যদের শাস্তি দেবো; এ কারণে যে, তারা অপরাধী ছিলো। [সূরা তাওবা, আয়াত-৬৫, ৬৬, কানযুল ঈমান]

١٦ ـ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ج فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

তরজমা: ১৬. ওই সব পেছনে অবস্থানকারী মরুবাসীকে বলে দিন! 'অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে এ জঘন্য যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান করা হবে, যে তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে।

১। সূরা আন্‌ফাল: আয়াত-১৩, তাফসীর-ই মাদারিক: ২য় খণ্ড: পৃ. ১৭১, তাফসীর-ই খাযিন: ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭১

অতঃপর যদি তোমরা আদের্শ মান্য করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি ফিরে যাও, যেমন ইতোপূর্বে ফিরে গিয়েছিলে, তবে তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন। [সূরা ফাতহ, আয়াত-১৬, কানযুল ঈমান]

প্রথমোক্ত আয়াতে এরশাদ হয়েছে- قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ (নিশ্চয় তোমরা কুফর করেছো, ঈমান আনার পর), আর শেষোক্ত আয়াতে এরশাদ হয়েছে- تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ (তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে)।

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, যদি মুর্তাদ্ (ধর্মত্যাগী-কাফির) পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করে, তা হলে ক্বোরআন অনুসারে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (কতল) ছাড়া আর কিছুই নয়।

মুরতাদ্দকে কতলের শাস্তি প্রদান করার প্রসঙ্গে বহু হাদীস শরীফও বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটা হলো - مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ অর্থাৎ যে (মুসলমান) আপন দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তাকে কতল করে দাও![২]

মুরতাদ্দের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন সাহাবা-ই কেরাম

একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফতের মসনদে আসীন হবার সাথে সাথে যে সব রাজনৈতিক সংকট সম্মুখীন হয়েছিলো তন্মধ্যে একটা ছিলো মুরতাদ্দ বা ধর্মত্যাগীদের মাথাচাড়া দেয়া। ইসলামী শরীয়তের কানুন হচ্ছে- মুরতাদ্দদের শাস্তি মুত্যুদণ্ড। সুতরাং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব কঠোরভাবে শরীয়তের এ কানুনকে কার্যকর করেছিলেন। ফলে মুরতাদ্দদের বিদ্রোহ অনায়াসে দমিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের অরাজকতা থেকে মুক্তি পেয়েছিলো।

সাহাবা-ই কেরাম ধর্মত্যাগ করা ও ধর্মত্যাগীদের মোটেই পছন্দ করতেন না। হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী ও হযরত মু'আয ইবনে জবাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা উভয়ে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে ইয়ামনের দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের শাসক নিয়োজিত হয়েছিলেন। একবার হযরত মু'আয ইবনে জবল হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। হযরত মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওখানে এক বন্দিকে দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, ''লোকটা কে?'' হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী বললেন-

২। সহীহ্ বোখারী: ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩, ২য় খণ্ড: পৃ. ১০২৩, আবূ দা'উদ: ২য় খণ্ড: পৃ. ৫৯৮, তিরমিযী শরীফ: ১ম খণ্ড: পৃ. ১৭৬, নাসাঈ: ২য় খণ্ড: পৃ. ১৪১

كَانَ يَهُوْدِيًّا فَاَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ - قَالَ اِجْلِسْ قَالَ لاَ اَجْلِسُ حَتّٰى يُقْتَلَ قَضَآءَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاَمَرَ بِهٖ فَقُتِلَ -

অর্থাৎ লোকটা ইহুদী ছিলো। তারপর মুসলমান হলো। তারপর আবার ইহুদী হয়ে মুরতাদ্দ হয়ে গেছে। হযরত আবূ মূসা আশ'আরী হযরত মু'আয ইবনে জবলকে বসতে বললেন। তদুত্তরে তিনি তিনবার বলেছেন- ''যতক্ষণ না তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি বসবো না। মুরতাদ্দকে মুত্যুদণ্ড দেওয়া আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ফয়সালা বা রায়।'' সুতরাং হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নির্দেশে তখনই তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।[৩]

রসূল করীমের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই

রসূল-ই করীমের মানহানিকারী হতভাগা কা'বা শরীফের গিলাফের সাথে ঝুলন্ত রয়ে শাস্তি থেকে পালিয়ে রক্ষা পেতে চেয়েছিলো; কিন্তু তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য নির্দেশ খোদ্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই দিয়েছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকার্‌রমায়ই তাশরীফ রাখছিলেন। একজন গিয়ে আরয করলেন, ''এয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার শানে জঘন্য বেয়াদবী প্রদর্শনকারী ইবনে খাত্বাল কা'বার গিলাফ ধরে ঝুলে আছে। (এমতাবস্থায়ও কি তার উপর শাস্তি কার্যকর করা হবে?) হুযূর-ই করীম এরশাদ করলেন, اُقْتُلُوْهُ (তাকে মৃত্যুদণ্ড দাও, অর্থাৎ তাকে সেখান থেকে ধরে এনে কতল করে দাও।[৪]

এ আবদুল্লাহ্ ইবনে খাত্বাল মুরতাদ্দ (ইসলাম ত্যাগী) ছিলো। মুরতাদ্দ হবার পর সে কয়েকজন লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো। তাছাড়া, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অপবাদ দিয়ে কবিতা আবৃত্তি করতো। হুযূর-ই আক্‌রামের মানহানি করে বেড়াতো। সে দু'জন গায়িকা-দাসীকে এজন্য নিয়োগ করেছিলো যেন তারা হুযূর-ই আক্‌রামের শানে অশালীন কবিতা আবৃত্তি করতে থাকে। যখন হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুদণ্ডের রায় দিলেন তখন তাকে কা'বা শরীফের গিলাফ থেকে বের করে এনে বাঁধা হলো এবং মসজিদে হারামেই মাক্বাম-ই ইব্রাহীম ও যমযমের মধ্যভাগে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো।[৫]

৩। তাফসীর-ই মাযহারী: ৩য় খণ্ড: পৃ. ১৩৫, রূহুল মা'আনী: পারা-৬: পৃ. ১৬০

৪। বোখারী শরীফ: ২য় খণ্ড: পৃ. ১০৩২, আবূ দাউদ: ২য় খণ্ড: ৫৯৮, নাসাঈ: ২য় খণ্ড: পৃ. ১৫২

৫। বোখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৯, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৪

উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিন কিছুক্ষণের জন্য মক্কার হেরম শরীফকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। আরো লক্ষ্যণীয় যে, বিশেষ করে মাক্বাম-ই ইব্রাহীম ও ঝমঝমের মধ্যভাগে ইবনে খাত্বালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া একথার প্রমাণ যে, রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী করে যে কাফির-মুরতাদ্দ হয়, সে অন্যান্য মুরতাদ্দ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী মন্দ ও জঘন্য অপরাধী।

উম্মতের ইজমা' (ঐক্যমত্য)

এক. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সাহনূন বলেছেন-

اَجْمَعَ الْعُلَمَآءُ اَنَّ شَاتِمَ النَّبِيِّ ﷺ اَلْمُنْتَقِصُ لَهٗ كَافِرٌ وَالْوَعِيْدُ جَارٍ عَلَيْهِ بِعَذَابِ اللّٰهِ لَهٗ وَحُكْمُهٗ عِنْدَ الْاُمَّةِ الْقَتْلُ وَمَنْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهٖ وَعَذَابِهٖ كَفَرَ

অর্থাৎ উম্মতের আলিমদের এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালিদাতা, হুযূর-ই আক্রামের মানহানিকারী কাফির। তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার আযাবের বিধান (হুমকি) রয়েছে। আর তাঁদের ইজমা' অনুসারে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আর যে ব্যক্তি তার কুফর ও শাস্তিতে সন্দেহ করবে সেও কাফির।[৬]

দুই. ইমাম আবূ সুলায়মান খাত্তাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন-

لَا اَعْلَمُ اَحَدًا مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِخْتَلَفَ فِيْ وُجُوْبِ قَتْلِهٖ اِذَا كَانَ مُسْلِمًا

অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালি দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ করে, তখন আমার জ্ঞানে এমন কোন মুসলমান নেই, যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ করে।[৭]

তিন. 'শেফা' শরীফে আরো উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاجْتَمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلٰى قَتْلِ مُتَنَقِّصِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَسَابِّهٖ

অর্থাৎ উম্মতের ইজমা' এ মর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মুসলমান পরিচয় দিয়ে হুযূর-ই আক্রামের শানে অশালীন মন্তব্য ও তাঁর মানহানিকারীকে কতল করা হবে। (মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।)

৬। ফাত্হুল বারী: ৮ম খণ্ড: পৃ. ১৩, ওমদাতুল ক্বারী: ৮ম খণ্ড: পৃ. ৩৪৭, ইরশাদুস্ সারী: ৬ষ্ঠ খণ্ড: পৃ. ৩৯২

৭। শেফা শরীফ: ২য় খণ্ড: পৃ.২১৬, ফতহুল ক্বদীর: শরহে হিদায়া: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৪১৭ ইত্যাদি

চার. ইমাম আবূ বকর ইবনে মুনযির বলেছেন, আম ওলামা-ই ইসলামের এ মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয় (মন্দ বলে), তাকে কতল করা হবে। এ অভিমত যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সর্বইমাম মালিক ইবনে আনাস, লায়স, আহমদ ও ইসহাক (রাহিমাহুমুল্লাহ্)। আর এ অভিমত ইমাম শাফে'ঈরও। ক্বাযী আয়াদ্ব বলেছেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমতের মাহাত্ম্যও এটাই। (অতঃপর তিনি বলেন,) আর ওই সব ইমামের মতে, তাদের তাওবাও কবূল হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শাগরিদগণ, ইমাম সাওরী, কুফার অন্য আলিমগণ এবং ইমাম আওযা'ঈর অভিমতও এরূপ। তাঁদের মতে, এটা হলো 'রিদ্দাহ্' (ধর্ম ত্যাগ)।[৮]

পাঁচ. এমন প্রতিটি লোকই, যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালি দিয়েছে অথবা হুযূরের দিকে কোন দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক রচনা করেছে, অথবা হুযূর-ই আকরামের পবিত্র সত্তা, তাঁর বংশ, তাঁর দ্বীন অথবা তাঁর কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে কোন ত্রুটির সম্পর্ক রচনা করে, অথবা তাঁর সমালোচনা করে, অথবা যে কেউ অশালীনতা, মানহানি অথবা তাঁর শান মুবারকের জন্য ক্ষতিকর অথবা তাঁর যাত-ই মুক্বাদাসার প্রতি কোন দোষ-ত্রুটি আরোপ করার জন্য হুযূর-ই আক্রামকে কোন জিনিষের সাথে তুলনা করে, সে বস্তুত: হুযূর-ই আক্রামকে প্রকাশ্যে গালিদাতা। তার শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। আমরা এ হুকুম থেকে কোন কিছুকে মোটেই বাইরে রাখিনা, আমরা তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহও করি না- চাই প্রকাশ্যে মানহানি করুক অথবা ইঙ্গিতে করুক অথবা কথার সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচে করুক। এটা উম্মতের সমস্ত আলিম ও সকল ফাত্ওয়া বিশারদের ইজমা' বা ঐকমত্য। সাহাবা-ই কেরামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত সকলেরই এ ইজমা' (ঐকমত্য)। (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)।[৯]

ছয়.

وَالْحَاصِلُ اَنَّهٗ لَا شَكَّ وَلَا شُبْهَةَ فِيْ كُفْرِ شَاتِمِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْ اِسْتِبَاحَةِ قَتْلِهٖ وَهُوَ الْمَنْقُوْلُ عَنِ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ

অর্থাৎ মোটকথা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালিদাতার কুফর সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও শঙ্কা নেই। চার ইমাম (ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফে'ঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) থেকে এটা উদ্ধৃত হয়েছে।[১০]

৮। শেফা শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫

৯। শেফা: ২য় খণ্ড: পৃ. ২১৪, আস্-সারিমুল মাসলুল: পৃ. ২২৫

১০। ফাতাওয়া-ই শামী হানাফী: ৩য় খণ্ড: পৃ. ৩২১, আস্-সারিমুল মাসলূল: হাম্বলী কৃত: পৃ. ৪

সাত. যে ব্যক্তি নবী-ই করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নিজের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে, সে মুরতাদ। (সুতরাং) তাঁকে গালিদাতা তো অধিকতর স্পষ্ট পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার উপযোগী। অতঃপর (এটাও স্পষ্ট যে,) এটা আমাদের (হানাফী মাযহাব) মতে শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তিই হবে।[১১]

আট.

اَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ سَبَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْ كَذَّبَهُ اَوْ عَابَهُ
اَوْ تَنَقَّصَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ وَبَانَتْ مِنْهُ زَوْجَتُهُ

অর্থাৎ যে কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মন্দ বলে অথবা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা কোন দোষ কিংবা ত্রুটিকে তাঁর প্রতি সম্পৃক্ত করে, নিশ্চয় সে আল্লাহর সাথে কুফর করে। তার স্ত্রী তার বিবাহ্ বন্ধন থেকে পৃথক হয়ে যাবে।[১২]

নয়. যে কোন বিষয়কে হুযূর-ই আক্রামের দোষ-ত্রুটি হিসেবে রচনা করলে সে কাফির। অনুরূপ কোন কোন আলিম বলেছেন, ''যদি কেউ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মুবারককে শুধু 'চুল' বলে ('চুল মুবারক' না বলে) شُعَيْرٌ (ক্ষুদ্রার্থক শব্দরূপ দ্বারা) বলে, সে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হাফস কবীর (হানাফী) থেকে উদ্ধৃত, যদি কেউ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মাত্র চুল মুবারককেও ত্রুটিযুক্ত বলে, সেও কাফির হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ আলায়হির রহমাহ্ 'মাবসূত্ব'-এ বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে অশালীন কথা বলা কুফর।[১৩]

দশ.কোন মুসলমানের এতে দ্বিমত নেই যে, যে ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করেছে ও তাঁকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেছে আর সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, সে মুরতাদ্দ কতলের উপযোগী অপরাধী।[১৪]

সুতরাং বুঝা গেলো যে, কিতাব (ক্বোরআন), সুন্নাহ্, ইজমা'-ই উম্মাহ্ ও বিজ্ঞ ওলামা-ই কেরামের অভিমতসমূহ অনুসারে রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর শাস্তি হচ্ছে- শরীয়তে নির্দ্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) হিসেবে তাকে কতল করা হবে।

১১। ফাত্হুল ক্বাদীর: কৃত. ইমাম ইবনে হুম্মাম: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৪০৭
১২। কিতাবুল খারাজ: কৃত. ইমাম আবূ ইয়ূসুফ: পৃ. ১৮২, ফাতাওয়া-ই শামী: ৩য় খণ্ড: পৃ. ৩১৯
১৩। ফাতাওয়া-ই ক্বাযী খান: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৮৮২
১৪। ইমাম জাস্সাস: কৃত. 'আহকামূল ক্বোরআন': ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬

তাছাড়া, এ প্রসঙ্গে এসব বিষয়ও স্পষ্ট করা দরকার-

এক. নবী-ই করীমের মানহানির জন্য উপরোক্ত নির্দ্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এ পূর্বশর্তও আরোপ করা যাবে না যে, সে এমন অপরাধ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার জন্য করেছে কিনা। কেউ এমনটি করার উদ্দেশ্য ছিলো না বললেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, এতে নবীর শানে প্রত্যেক বেয়াদবী প্রদর্শনকারী পার পেয়ে যাবে; নবীর শানে বেয়াদবী ও মানহানির দরজা খুলে যাবে। কারণ, প্রত্যেক বেয়াদব এটাই বলে থাকে এবং শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে চায়। ইসলামের একেবারে প্রাথমিক যুগে মুনাফিক্বরাও এমনটি বলছিলো; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ (তোমরা বাহানা-অজুহাত পেশ করো না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কুফর করেছো।'' (সূরা তাওবা)

দুই. প্রকাশ্য মানহানিতে নিয়্যত বিবেচ্য নয়। 'রা-'ইনা' (راعنا) বলতে নিষেধ ঘোষণার পর যদি কোন সাহাবী হুযূর-ই আক্রামের মানহানির নিয়্যত ছাড়াই 'রা-'ইনা' বলতেন তবে 'এবং তোমরা শোন, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি' (وَاسْمَعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ)-এর ক্বোরআনী ধমকের উপযোগী হয়ে যেতেন। এটা একথার প্রমাণ বহন করছে যে, মানহানির নিয়্যত ব্যতিরেকে হুযূর-ই আক্রামের শানে মানহানির শব্দ উচ্চারণ করা এবং লেখা কুফর।

ইমাম শিহাব উদ্দীন খাফ্ফাজী হানাফী লিখেছেন-

اَلْمَدَارُ فِىْ الْحُكْمِ عَلَى الظَّوَاهِرِ وَلَا نَظَرَ لِلْمَقْصُوْدِ
وَالنِّيَّاتِ وَلَا نَظَرَ لِقَرَآئِنِ حَالِهٖ

অর্থাৎ রিসালতের মানহানির জন্য কুফরের হুকুম আরোপ করার ভিত্তি প্রকাশ্য শব্দাবলীর উপরই স্থাপিত। মানহানিকারীর ইচ্ছা ও নিয়্যত এবং অবস্থার চিহ্নসমূহের উপর নয়।

অন্যথায় রিসালতের মানহানির দরজা কখনো বন্ধ হবে না। কেননা প্রত্যেক বেয়াদব একথা বলে পার পেয়ে যাবে যে, 'আমার নিয়্যত বা ইচ্ছা মানহানি করার ছিলো না'। সুতরাং প্রকাশ্য মানহানির মধ্যে নবী করীমের শানে গোস্তাখী প্রদর্শনকারীর নিয়্যৎ বা ইচ্ছা কখনো বিবেচনা করা যাবে না।[১৫]

১৫। নসীমুর রিয়াদ্ব শরহে শিফা: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ৪২৬

তিন. এখানে আরেকটি সংশয়েরও নিরসন করা জরুরী। তা হচ্ছে- যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ফক্বীহ্গণ বলেছেন, 'যদি কোন মুসলমানের কথার নিরানব্বইটি ব্যাখ্যা কুফরের হয়, একটি মাত্র ইসলামের হয়, তবুও তার বিরুদ্ধে কুফরের ফাত্ওয়া আরোপ করা যাবে না;' তাহলে শানে রিসালতে মানহানির উক্তির বেলায় কেন তার নিয়্যত বা ইচ্ছার দিকটা বিবেচনা করা যাবে না? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে-ফক্বীহগণের উক্ত সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, যদি কোন মুসলমানদের উক্তিতে নিরানব্বইটি ব্যাখ্যায় কুফরের শুধু 'সম্ভাবনা' থাকে; কিন্তু তার উক্তি স্পষ্ট অর্থবোধক হয় না, তবেই। আর যদি তার উক্তিতে স্পষ্টভাবে নবী-ই করীমের প্রতি মানহানি ও অবমাননা প্রকাশ পায়, তবে ওই উক্তির কোন ব্যাখ্যা দিয়ে সেটার স্পষ্ট অর্থকে উপেক্ষা করা যাবে না।

ক্বাযী আয়ায আলায়হির রহমাহ্ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন-

قَالَ حَبِيْبُ بْنُ الرَّبِيْعِ لِاَنَّ اِدَّعَآءَ التَّاوِيْلِ فِىْ لَفْظٍ صَرَاحٍ لَا يُقْبَلُ

অর্থাৎ হযরত হাবীব ইবনে রবী' বলেছেন, ''স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দে ভিন্ন ব্যাখ্যার দাবী গ্রহণযোগ্য নয়।[১৬]

আরো লক্ষ্যণীয় যে, কোন উক্তি 'স্পষ্ট অর্থবোধক' কিনা তা নির্ভর করবে ওরফ ও পরিভাষার উপর। আগে ভাগে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমি একটি উদাহরণ পেশ করতে চাই। তা হলো- যদি কেউ কাউকে 'হারামের আওলাদ' (ولد الحرام) বলে, আর উক্তিকারী 'হারাম' শব্দের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, আমি তো 'হারাম' শব্দটা 'মসজিদুল হারাম' ও 'বাইতুল্লাহিল হারাম'-এর মতো 'সম্মানিত' অর্থে বলেছি, তবে তার এ তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যা কোন সমঝদারের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ওরফ ও পরিভাষায় 'ওয়ালাদুল হারাম' বা 'হারামের আওলাদ' গালি ও তুচ্ছার্থে বলা হয়। অনুরূপ, এমন প্রতিটি শব্দ বা বাক্য, যা দ্বারা ওরফ ও পরিভাষায় 'মানহানির' অর্থ প্রকাশ পায়, তা দ্বারা 'মানহানি'ই সাব্যস্ত হবে; যদিও সেটার হাজারও ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। ওরফ ও পরিভাষার বিপরীত কোন ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

চার. এখানে আরেকটা সংশয়ের অপনোদনও জরুরী মনে করি। তা হচ্ছে যদি প্রশ্ন করা হয়- 'রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানির শাস্তি যদি শরীয়তের নির্দ্ধারিত শাস্তি হিসেবে 'মৃত্যুদণ্ড' প্রদান করাই হয়, তাহলে কোন কোন মুনাফিক্ব হুযূর-ই আক্রামের শানে প্রকাশ্যে মানহানি করেছিলো, কখনো কখনো সাহাবা-ই কেরাম তাৎক্ষণিকভাবে ওই বেয়াদব মুনাফিক্বকে হত্যা করার অনুমতি চাইতেন;

১৬। শিফা: ২য় খণ্ড: পৃ. ২১৭

কিন্তু হুযূর-ই করীম অনুমতি দেননি, এর কারণ কি?' তবে এর একাধিক জবাব বিজ্ঞ ইমামগণ দিয়েছেন। এমনকি ইবনে তাইমিয়াও এর কতিপয় জবাব দিয়েছেন। জবাবগুলো নিম্নরূপ:

ক. তখন ইসলামের প্রাথমিক যুগ ছিলো। ওই সময় 'হদ্দ' তথা মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বিভিন্নমুখী ফ্যাসাদের কারণ ছিলো। তাই তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুদণ্ড না দিলে তাদের মানহানিকর কথা শুনে ধৈর্যধারণ করাই শ্রেয় ছিলো।

খ. মুনাফিক্বগণ রসূলে পাকের শানে প্রকাশ্যভাবে মানহানি করতো না; বরং পরস্পরের মধ্যে গোপনে হুযূর-ই আকরামের শানে মানহানিকর কথাবার্তা বলতো।

গ. মুনাফিক্বগণ শানে রিসালতে মানহানিরূপী অপরাধ করলে সম্মানিত সাহাবীগণ হুযূর-ই আক্রামের দরবারে তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি চাওয়া এ কথার পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, সাহাবা-ই কেরাম জানতেন যে, রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী করার শাস্তি হচ্ছে 'কতল' (মৃত্যুদণ্ড)।

উল্লেখ্য যে, রসূলে পাকের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী আবূ রাফি' ইহুদী ও কা'ব ইবনে আশ্রাফকে হত্যার নির্দেশ রসূলে করীম দিয়েছিলেন। এ নির্দেশের ভিত্তিতে সাহাবা-ই কেরাম জানতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী অপরাধী।

ঘ. রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য তিনি চাইলে তাঁর শানে বেয়াদবীকারীকেও তাঁর মনে কষ্ট দেয় এমন কাউকে আপন জীবদ্দশায় ক্ষমা করে দেওয়া জায়েয; কিন্তু উম্মতের জন্য জায়েয বা বৈধ নয়। তারা হুযূর-ই আক্রামের শানে বেয়াদবী বা মানহানিকারীকে ক্ষমা করতে পারে না।

সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবী আলায়হিমুস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশ মোতাবেক আমল করেছেন, ''আপনি ক্ষমাকে বেছে নিন, মূর্খদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং সৎকর্মের নির্দেশ দিন।''[১৭]

বস্তুত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীর উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা এমন একটি বিষয়, যা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিজেরই হক; যদিও রসূলুল্লাহর মান হানি তাঁর উম্মতের জন্যও সর্বাধিক কষ্টকর। তাই শাস্তি কার্যকর করাকে সমস্ত উম্মত (সমগ্র মুসলিম জাতি)'র হকও বলা যেতে পারে; তাও হুযূর-ই আক্রামের প্রদত্ত বিধানের মাধ্যমেই; সরাসরি নয়।

১৭। সূরা আ'রাফ: আয়াত-১৯৯

নিম্নলিখিত কয়েকটা দৃষ্টান্ত থেকে এ বিষয় আরো স্পষ্ট হবে- আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এ ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের হক্ব চাইলে কাউকে মাফ করে দিতে পারেন; যেমনিভাবে শরীয়তের অন্যান্য বিধানাবলীর প্রসঙ্গেও প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোতেও হুযূর-ই আক্‌রামকে ইখ্‌তিয়ার দান করেছেন। যেমন- হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ বোরদাহকে ছাগলের একটি ছানা ক্বোরবানী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এরশাদ করেছিলেন- وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ (অর্থাৎ এ ক্বোরবানী তুমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য কখনো জায়েয হবে না।)[১৮]

অনুরূপ, হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, যখন হুযূর-ই আক্‌রাম হেরম-ই মক্কায় ঘাস কাটা হারাম সাব্যস্ত করলেন, তখন হযরত আব্বাস আরয করলেন, ' اِلَّا الْاِذْخِرَ ' (ইয্‌খির, ঘাসকে যেন অনুগ্রহ করে এ নির্দেশের বাইরে রাখা হয়।) তখন হুযূর-ই আক্‌রাম বলেন, اِلَّا الْاِذْخِرَ (হ্যাঁ ইয্‌খির ব্যতীত।[১৯]

এ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী ও নবাব সিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী লিখেছেন- ''কারো কারো অভিমত হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হাতে অর্পণ করা হয়েছিলো; সুতরাং তিনি যার জন্য যা ইচ্ছা হালাল কিংবা হারাম করতেন। কেউ কেউ বলেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এটা ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছিলেন। কিন্তু প্রথমোক্ত অভিমতই অধিকতর বিশুদ্ধ ও সঠিক এবং প্রসিদ্ধ।

এ হাদীস শরীফগুলোর আলোকেও একথা প্রমাণিত হয় যে, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ ক্ষেত্রে ইখতিয়ার ছিলো। তাই তিনি হিকমত কিংবা অধিকতর উত্তম বিবেচনা করে ওইসব মুনাফিক্বের উপর তখন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন নি; কিন্তু হুযূর-ই আক্‌রামের পর কারো জন্য এ ইখতিয়ার নেই।

পরিশেষে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মানহানির এ নির্দ্ধারিত শাস্তি (হদ্দ্) তারই উপর কার্যকর হতে পারবে, যার এ অপরাধ অকাট্য ও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। সুতরাং যদি কেউ হুযূর-ই আক্‌রামের মানহানি হয় এমন কোন স্পষ্টার্থক শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে কিংবা লিখে এ বলে স্বীকার করে যে, 'আমি তা বলেছি কিংবা লিখেছি', তবে নিশ্চিতভাবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

১৮। বোখারী শরীফ: ২য় খণ্ড: পৃ. ৮৩২

১৯। বোখারী শরীফ: ১ম খণ্ড: পৃ. ১২১, মুসলিম শরীফ: ১ম খণ্ড: পৃ. ৪৩৮

সে যত বাহানা-অজুহাতই রচনা করুক না কেন? আর বলে বেড়াক না কেন- 'আমার নিয়্যত বা ইচ্ছা মানহানি করা ছিলো না।' অথবা 'এ সব কথায় আমার উদ্দেশ্য এ ছিলো না যে, আমি তা দ্বারা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করবো।' যে কোন অবস্থাতেই সে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী অপরাধী। এতদ্‌ভিত্তিতে, যেসব লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে ব্যবহৃত মানহানিকর সুস্পষ্টার্থক শব্দ বা বাক্যাবলী ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এর উক্তিকারীকে 'কুফর' থেকে বাঁচানোর অপচেষ্টা চালায়, তাও হুবহু তারই মতো মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী, যে নিজে মানহানি করে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী হয়েছে। রসূলে করীমের শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাহনূনের ফাত্ওয়া বা উক্তি আমি ইতোপূর্বে ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলায়হির 'শেফা শরীফ' ও 'আস্‌সারিমুল মাস্‌লূল থেকে উদ্ধৃত করেছি। তা হচ্ছে مَنْ شَكَّ فِىْ كُفْرِهٖ وَعَذَابِهٖ كَفَرَ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার কুফর ও কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সন্দেহ করেছে সেও কুফর করেছে।

উপসংহারে, এ নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য কিতাবের উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ ফক্বীহ্‌র ফয়সালা হলো, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে যারা কটূক্তি করে, তাঁর অবমাননা বা মানহানি করে, তারা কাফের-মুরতাদ্দ। তাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তারা তওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না; আর হযরত ইমাম আবু ইউসুফ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর 'কিতাবুল খারাজ'-এর উদ্ধৃতি দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের তওবা কবুল করা হবে এবং তাওবার পর তাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। সুতরাং উভয় প্রকারের উদ্ধৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে বিধান করা যায় যে, যারা জেনে বুঝে, এমনকি কোন মুসলমানও যদি জেনেশুনে বিশ্বনবী কিংবা যে কোন নবীর শানে অবমাননা করে এবং এ বিষয়ে তাকে অবহিত করার পরও সে তার কুফরীতে অনড় থাকে, পরবর্তীতে সে তাওবা করলেও কবুল হবে না। আর যেসব লোক অজ্ঞ, ক্বোরআন-হাদিস ও ফিক্বহ্-ফাতওয়া কিছুই জানে না, বরং নাস্তিক-মুরতাদ্দের সাথে তার মেলা-মেশার কারণে নবী করীম ও অন্য কোন নবীর শানে অবমাননাকর উক্তি করে বসে, পরবর্তীতে তাকে অবহিত করার পর সে লজ্জিত হয়ে তাওবা করে ও ঈমান আনে তবে তার তাওবা কবুল হবে।

সুতরাং ইসলামের নবী ও ইসলামের কোন অকাট্য বিধান ও বিষয় সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যকারী, অপবাদ রচনাকারী ও যে কোনভাবে অশালীনতা প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধে 'ব্লাসফেমী' আইন পাস করা এবং কঠোরভাবে এমন জঘন্য অপরাধের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা এখন সময়ের দাবী; মুসলিম জাতির প্রাণের দাবী।

تمت الخير

সমাপ্ত